দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 22 2002
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

এসএসসি ॥ এ পর্যন্ত বহিষ্কৃত হয়েছে ২০ হাজার পরীক্ষার্থী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গত বুধবার পর্যন্ত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে সারাদেশে প্রায় ২০ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করার অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছেন ৭২ জন শিক্ষক। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা

(শেষ পৃঃ পর)

তথ্য প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, আমরা নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছি একথা বলা যাবে না। তবে এবার নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সর্বত্র ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। সমাজের সার্বিক পরিস্থিতিতে নিশ্ছিদ্র নকল প্রতিরোধ এই মুহূর্তে হয়তো সম্ভব হবে না। তবে নকলের মহোৎসব আর হতে দেয়া হবে না। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুনায়েদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত কয়েকদিনে পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করার দায়ে ৭২ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন। সংখ্যার দিক দিয়ে হয়তো খুব বেশী নয়। তবে নকলে একজন শিক্ষক সহায়তা করার ঘটনাও জাতির জন্য দুঃখজনক।

প্রশ্নপত্রে ৮টি ভুল

এসএসসি পরীক্ষায় এ যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ৮টি ভুল ধরা পড়েছে। এই বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুনায়েদ বলেন, প্রত্যেক বছরই প্রশ্নপত্রে কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি থেকেই যায়। এবারও তাই হয়েছে। তবে এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, প্রশ্নপত্রে ভুল কখনই কাম্য নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এবার কোন কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ভুল ধরা পড়েছে। আগামীতে এ ব্যাপারে কোন ধরনের শৈথিল্য ক্ষমা করা হবে না।

বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে পৃথক কমিশন

বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। আগামীতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া জোরদার করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পৃথকভাবে শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠনের মাধ্যমে দক্ষ, মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান হয়।